Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আল্লাহর সিফাত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আরমান হোসেইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতিমা জেরিন চৌধুরী

রোলঃ 216020316

১৮ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আল্লাহর সিফাত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আরমান হোসেন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতিমা জেরিন চৌধুরী

রোলঃ 216020316

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “আল্লাহর সিফাত” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাতিমা জেরিন চৌধুরী, আইডিঃ 216020316 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “আল্লাহর সিফাত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা আরমান হোসেইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১৮ জুন, ২০২৪ ইং

ফাতিমা জেরিন চৌধুরী

আইডিঃ 216020316

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 7

আল্লাহ তাআলার নামসমূহের অসংখ্যা 10

আল্লাহ তাআলার গুণ ও বৈশিষ্টের প্রকারভেদ 11

আল্লাহ তাআলার নামসমূহের অর্থের প্রকারভেদ 14

(১) আল আউয়াল -(اَلأَوَّل) সর্বপ্রথম 15

আল আখির - (اَلأَخِرُ) সর্বশেষ 15

আল যাহির - (الظَاهِرُ) প্রকাশমান 15

আল বাতিন - (البَاطِنُ) অপ্রকাশমান 15

(২) আল-আলী - (العَلِيُّ) সমুন্নত 17

আল-আ'লা - (الأَعْلَ) সর্বোচ্চ 17

আল-মুতাআ'লী - (اَلْمُتَعَالِي) মহীয়ান 17

আল আযীম - (العَظِيمُ) অতি মহান 17

(৩) আল হাদী (اَلْهَادِي) , আর রাশিদ (الرشيد) 19

(৪) আর-রব - (الرَّبُّ) মহান প্রভু 23

(৫) আল বার - (البَرُّ) পরমদানশীল 25

আল ওয়াহহাব - (الوَهَّابُ) মহানদাতা 25

আল জাওদ - (الجَودُ) বদান্যতা 25

(৬) আর রহমান - (الرَّحْمَنُ) অসীম দয়াবান 28

আর রহীম - (الرَّحِيمُ) পরম দয়ালু 28

আর রউফ - (الرَّؤُوفُ) পরম দয়াপরবশ 28

আল কারীম - (الكَرِيمُ) অত্যন্ত দয়াশীল 28

আল আকরাম - (الأَكرَمُ) সর্বোচ্চ দানশীল 28

(৭) আল মাজীদ - (المَجِيدُ) অত্যন্ত মর্যাদাবান 32

(৮) আল হামীদ - (الحَمِيدُ) সকল প্রশংসার অধিকারী 33

(৯) আল কাবীর - (الكَبِيرُ) অত্যন্ত বড় বা বিশাল 35

(১০) আল মুতাকাব্বির - (المُتَكَبِّرُ) মহামহিম, গৌরবান্বিত 36
(১১) আস সামী - (السَّمِيعُ) সর্বশ্রোতা 37
(১২) আল বাসির (البَصِير) বা সর্বদ্রষ্টা 38
(১৩) আল আলীম - (العَلِيم) মহাজ্ঞানী 39
আল খবীর - (الخَبِير) সম্যক অবহিত 39
(১৪) আল-হাকীম - (الحَكِيم) সুবিজ্ঞ, সুদক্ষ 40
(১৫) আল-আযীয (الْعَزِيز) বা মহাপরাক্রমশালী 42
আল-কাদীর (الْقَدِير) বা মহাশক্তিমান 42
আল-কাদির (الْقَادِر) বা ক্ষমতাবান 42
আল-মুকতাদির (الْمُقْتَدِر) বা শক্তিধর 42
আল-কওয়ী (الْقَوِيّ) বা মহাশক্তিশালী 42
আল-মাতীন(الْمَتِيْن) বা শক্তিমান, পরাক্রান্ত 42
(১৬) আল গনী - (الغَنِيُّ) মহাধনী / অমুখাপেক্ষী 45
(১৭) আল হালীম (الحَلِيمُ-) পরম সহনশীল 46
(১৮) আল মালিক - (المَلِكُ) মহা অধিপতি 47
আল মালীক - (المَلِيكُ) মহান বাদশা 47
মালিকুল মুলক - (مالِكُ المُلكِ) সর্বময় রাজত্বের অধিকারী 47
(১৯) আল ওয়াহিদ - (الوَاحِدُ) একক সত্তা 48
আল আহাদ - (الأَحَدُ) এক, অদ্বিতীয় 48
(২০) আল খালিক - (الخالق) সৃষ্টিকর্তা 49
আল বারি (البارئ) -নির্মাণকারী 49
আল মুসাওয়ির - (المصور) আকৃতি-রূপ দানকারী 49
আল খাল্লাক - (الخلاق) মহাস্রষ্টা 49
(২১) আল আফু' - (العفو) পরম মার্জনাকারী 50
আল গফুর - (الغفور) অত্যন্ত ক্ষমাপরায়ণ 50
আল গফফার - (الغفار) সীমাহীন ক্ষমাবান 50
(২২) আল হাফীয - (الحفيظ) মহারক্ষক 51

(২৩) আল কুদ্দুস - (القدس) অতি পবিত্র 53
আস সালাম - (السلام) দোষমুক্ত 53
(২৪) আর রাজ্জাক (الرزاق) -রিযিকদাতা..54
(২৫) আত তাওয়াব - (التواب) অধিক কবুলকারী..55
(২৬) আল-মু'মিন (المؤمن)- নিরাপত্তাদানকারী 56
আল-মুহাইমিন -(المهيمن) রক্ষক, অভিভাবক..56
(২৭)আল-হাক্ক ((الحق) -প্রকৃত সত্য 57
(২৮) আন নুর - (النور) পরম আলো,আলোক..58
(২৯) যুল জালালি ওয়াল ইকরাম - (ذو الجلال والاكرام) মহিমা ও সম্মানের অধিকারী........................58
(৩০) আল্লাহ - (الله) উপাস্য..60
সহায়ক গ্রন্থাবলী..62

ভূমিকা

সিফাত অর্থ গুন বা গুনাবলী, গুনসমূহ। সিফাত নামের অন্যান্য অর্থ দক্ষতা,যোগ্যতা,সক্ষমতা। আল্লাহ তায়ালা তার গুনাবলী ও নামসমূহ কোরআনে বহু আয়াতে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলার সকল নাম তার নামের গুণ বিশেষণ দিয়েই গঠিত। গুন হওয়াটা নাম হওয়ার বিরোধী নয় আবার নাম হওয়াও গুণ হওয়ার বিরোধী নয়।

وَلِلّٰهِ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰی فَادۡعُوۡهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِیۡنَ یُلۡحِدُوۡنَ فِیۡۤ اَسۡمَآئِهٖ ؕ سَیُجۡزَوۡنَ مَا کَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ

আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। [সুরা আরাফ ১৭০]

আল্লাহ সুবহানা তায়ালা , যে আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে চিনেন। তার নাম ও গুণাবলী প্রকাশের সবচেয়ে সুন্দরতম একটি দিক হলো এসব নাম ও গুণাবলী আল্লাহ তায়ালা এবং আমাদের মাঝে সম্পর্কের ভিত্তি তৈরি করে । ঈমানকে দৃঢ় করতে প্রয়োজন সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভালোবাসা , তাকে জানা , চিনার মাধ্যমে তার উপর সম্পূর্ণ ভরসা করা । তাই তিনি আমাদের কাছে তার নাম ও গুণাবলী প্রকাশ করেছেন যেনো আমরা তাকে চিনতে পারি এবং ভালোবাসতে পারি। ঈমান অর্জন , শক্তিশালীকরণ ও ঈমানের উপর অটল থাকার সবচেয়ে বড় উপায় হলো যথাযথভাবে আল্লা তাআলার নামসমূহ আয়ত্ত করা । এসব নামের জ্ঞান তাওহীদের তিনটি প্রকার - তাওহিদুর রুবুবিয়্যা ,তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ ও তাওহিদুল আসমা ওয়াস-সিফাত'কে অন্তর্ভুক্ত করে। আর তাওহিদের এ তিনটি প্রকার হলো

ঈমানের রুহ, মূল ও চূড়ান্ত লক্ষ্য।ওলামায়ে কেরামরা বলেছেন তাওহীদের অর্ধেক হলো আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে জানা, তার পরিচয় অর্জন করা এবং বাকি অর্ধেক হলো এককভাবে শরীক বিহীন আল্লাহর ইবাদত করা। তাই এজন্য যখনই আল্লাহ তাআলার নাম ও সিফাত বিষয়ে বান্দার জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়, তখনই তার ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তার বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয়।

মুসনাদে আহমদে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুশরিকরা নবী করীম (সঃ) কে বললোঃ “হে মুহাম্মদ (সঃ)! আমাদের সামনে তোমার প্রতিপালকের গুণাবলী বর্ণনা কর।" তখন আল্লাহ তা'আলা قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد এ সূরাটি শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন।

صَمَد শব্দের অর্থ হলো যিনি সৃষ্ট হননি। এবং যার সন্তান সন্ততি নেই। কেননা, যে সৃষ্ট হয়েছে সে এক সময় মৃত্যুবরণ করবে এবং অন্যেরা তার উত্তরাধিকারী হবে। আর আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুবরণও করবেন না এবং তাঁর কোন উত্তরাধিকারীও হবে না। তিনি কারো সন্তান নন এবং তার সমতুল্য কেউই নেই।

সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক অন্য একটি লোককে রাত্রিকালে বারবার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এ সূরাটি পড়তে শুনে সকালে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন। লোকটি সম্ভবতঃ ঐ লোকটির এ সূরা পাঠকে হালকা সওয়াবের কাজ মনে করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ “যে সত্ত্বার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! এ সূরা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য।”

যেহেতু এ সুরাতে আল্লাহ তায়ালার তার নাম ও গুনাবলি নাযিল করেছেন যা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য। তাই এ সম্পর্কে জানা ও আমাদের জীবনে আয়ত্ত করা অত্যন্ত জরুরী ।

*আল্লাহর তাআলার এসকল নামগুলোকে তিনটি স্তরে আমাদের জীবনে আয়ত্ত করতে পারিঃ- **১) নামসমূহ মুখস্ত করা ,২)অর্থগতভাবে উপলব্ধি করা এবং ৩) এসব নামের মাধ্যমে তাকে ডাকা ।**

* আবার ডাকার স্তর দুইটিঃ-

১)এসব নামের মাধম্যে আল্লা তাআলার প্রশংসা ও ইবাদাত করা।

২) এসব নামের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো কিছু চাওয়া।

সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিমে আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجنة

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার একশ'তে একটি কম অর্থাৎ, নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি তা যথাযথভাবে আয়ত্ত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এ হাদীসে **أَحْصَاهَا** সাধারণভাবে শুধু হিফয করা বা মুখস্ত করার মাধ্যমেই এর অর্থকে সীমাবদ্ধ করেনি। বরং নামগুলোকে মুখস্ত করা বা সংরক্ষণ করা, সেগুলোকে বুঝা সঠিক আকিদা সহকারে এবং নামগুলোর অর্থের উপর আমল করা ।

ইমাম কুরতবী (রহ) মা'আনি আসমা আল্লাহিল হুসনা কিতাবে مَنْ أَحْصَاهَا এ বাক্যাংশের ৮ টি অর্থ ব্যাখ্যা করেছেনঃ-

১) নামগুলো অপরকে শিক্ষা প্রদান করা ।

২) গণনা করা বা অনুসন্ধান করা বা খোঁজা অর্থাৎ কোরআনে কোন কোন আয়াতে। নামগুলো এসেছে তা খোঁজা , যে প্রেক্ষাপটে আল্লাহ নামগুলো উল্লেখ করেছে তা বুঝা এবং নিজেকে অনুরুপ পরিস্থিতি চলে আসলে সে নামসমূহ দিয়ে আল্লাহকে ডাকা ।

৩)নামসমূহ মুখস্ত বা সংরক্ষণ করা।

৪)আল্লাহর এ গুন বা সিফাত নিজের মধ্যে ধারণ করা।

৫)নামগুলো বুঝার চেস্টা করা ।

৬)এমনভাবে বুঝতে হবে যা সঠিক আকীদার সাথে সামঞ্জস্যপূর।

৭)এ নামগুলো জানবে এবং আল্লাহর প্রতি তার ভক্তি ও শ্রদ্ধা উদ্রেগ করবে ।

৮)নিজের জীবনে সেই নামগুলো সে প্রতিফলিত করবে এবং নামগুলোর আমল করতে হবে।

আল্লাহ তাআলার নামসমূহের অসংখ্যা

আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নাম অসংখ্যা যা কেবল মাত্র আল্লাহ তাআলা জানেন । এসকল নামসমূহ ইলমুল গাইব তথা অদৃশ্য জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত । এ প্রসঙ্গে সহিহ হাদিসে বর্নীত রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছে দুআর করার সময় এভাবে বলেছেন,

أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ

'যেসব নাম দ্বারা আপনি নিজের নামকরণ করেছেন কিংবা যেসব নাম আপনার কোনো বান্দাকে শিক্ষা দিয়েছেন অথবা আপনার কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন বা আপনার 'ইলমুল গাইব'-এ নিজের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন-সেসব নামের ওসিলায় আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি।' [মুসনাদে আহমাদ ৩৭১২]

রাসুলুল্লাহ সা. এ হাদিসে আল্লাহ তাআলার নামসমূহকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। **প্রথম প্রকার হলো**, যেসব নাম আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছে জানিয়েছেন কিন্তু কোনো আসমানী কিতাবে অবতীর্ণ করেননি । **দ্বিতীয় প্রকার** , এমন নাম যা তিনি কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন। **তৃতীয় প্রকার**, যেসব নাম ইলমুল গাইবের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা কেউ-ই জানে না ।

তৃতীয় প্রকার রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআতের হাদিস থেকেও বুঝা যায়। তিনি বলেন-

فَيَفْتَحُ عَلَى مِنْ مَحَامِدِهِ بِمَا لَا أُحْسِنُهُ الْآنَ

'অতঃপর (কিয়ামাতের দিন) আমার সামনে তাঁর এত প্রশংসা (করার বাক্য) উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে, যা আমি এখন ভালোভাবে বলতে পারব না।' [সহিহ বুখারি ৮৭১২]

আল্লাহ তাআলার গুণ ও বৈশিষ্টের প্রকারভেদ

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, গুণ কিংবা বৈশিষ্ট্য হিসেবে আল্লাহ তাআলার জন্য যা ব্যবহার করা হয়, তা কয়েক ধরনের হতে পারে। যথা-

এক. যা দ্বারা কেবল আল্লাহ তাআলার সত্তা বোঝায়। যেমন: জাত (ذات)বা সত্তা, মাউজুদ (موجود) বা অস্তিত্বশীল এবং শাই (شيئ) বা বস্তু।

দুই. যা দ্বারা আল্লাহ তাআলার সিফাতে মা'নাবিয়্যা (صفات معنوية)বা অভ্যন্তরীণ গুণ-বৈশিষ্ট্য বোঝায়। যেমন: আল-আলীম (العليم) বা মহাজ্ঞানী, আল-কদীর (القدير) বা মহাশক্তিমান এবং আস-সামী' (السميع) বা সর্বশ্রোতা।

তিন. যা দ্বারা আল্লাহ তাআলার মহান কাজকর্মগুলোকে বোঝায়। যেমন: আল- খালিক (

الخالق) বা সৃষ্টিকর্তা, আর-রাযযাক (الرزاق) বা মহান রিযিকদাতা।

চার. যা দ্বারা শুধু আল্লাহ তাআলার তানজিহ (অর্থাৎ, কোনো কিছু থেকে মুক্ত ও পবিত্র হওয়ার ঘোষণা) বোঝায়। এটা যদিও 'না'-বাচক গুণ, কিন্তু এখানে পরোক্ষভাবে 'হ্যাঁ'-বাচক গুণের অর্থ নেওয়াটা জরুরি।

যেমনঃ-

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ

'তাঁকে না তন্দ্রা স্পর্শ করে, আর না নিদ্রা।' [সুরা বাকারাহ ২৫৫]

এটি 'না'-বাচক বৈশিষ্ট্য বুঝালেও পরোক্ষভাবে তা আল্লাহ তাআলার জন্য পরিপূর্ণ হায়াত এবং তাঁর চিরন্তন হওয়াকে সাব্যস্ত করে।

অনুরূপ আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ

'আর আমাকে কোনো ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।' [সুরা কফ ৩৮]

এটি বাহ্যত 'না'-বাচক বৈশিষ্ট্য বোঝায়, কিন্তু পরোক্ষভাবে তা আল্লাহ তাআলার জন্য পরিপূর্ণ কুদরত বা মহাক্ষমতা সাব্যস্ত করে।

পাঁচ. অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ প্রকারটির কথা উল্লেখ করা হয় না। এটি হলো এমন গুণবাচক নাম, যা দ্বারা একইসাথে কয়েকটি গুণ বোঝায়। এটি বিশেষ কোনো একক গুণের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং নিজের অর্থের ব্যাপকতার মাধ্যমে একসাথে অনেকগুলো

অর্থ বোঝায়। যেমন: আল-মাজীদ (المجيد)বা অত্যন্ত মর্যাদাবান, আল-আযীম (العظيم) বা অতি মহান, আস-সমাদ (الصمد) বা অমুখাপেক্ষী।

ছয়. এমন সিফাত বা গুণবাচক নাম, যা দুটি নাম ও দুটি সিফাতের একটিকে অপরটির সঙ্গে মিলানোর মাধ্যমে তৈরি হয়। এখানে এককভাবে দুটি নামের যে স্বতন্ত্র অর্থ রয়েছে, মিলিতভাবে দুটি নামের অর্থে এর চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ থাকে। যেমন: আল-গনিয়্যুল হামীদ (الْغَنِيُّ الحَمِيد বা এমন মহাধনী , যিনি সর্বময় প্রশংসিত) ,আল-আফু 'উল কদীর الْعَفُوُّ الْقَدِيرُ বা এমন পরম ক্ষমাশীল, যিনি মহাশক্তিমান), আল-হামীদুল মাজীদ (الْحَمِيدُ الْمَجِيد বা এমন সর্বময় প্রশংসিত, যিনি অত্যন্ত মর্যাদাবান)।

এ ধরনের মিলিত নামগুলো আলাদা একটি নামের প্রকার। কারণ, মহাধনী হওয়া তাঁর একটি পূর্ণতার গুণ। অনুরূপভাবে সর্বময় প্রশংসিত হওয়াও তাঁর আরেকটি পূর্ণতার গুণ। আর মহাধনী হওয়ার পাশাপাশি সর্বময় প্রশংসিত হওয়া তাঁর তৃতীয় আরেকটি পূর্ণতার গুণ। সুতরাং, মহাধনী হওয়ার কারণে যেমন তাঁর একবার প্রশংসা করা যায়, সর্বময় প্রশংসিত হওয়ার কারণে যেমন তাঁর আরেকবার স্তুতি গাওয়া যায়, তেমনই একসাথে মহাধনী ও সর্বময় প্রশংসিত উভয়টি হওয়ার কারণে তৃতীয় আরেকবার তাঁর গুণকীর্তন করা যায়।

আল্লাহ তাআলার নামসমূহের অর্থের প্রকারভেদ

আল্লাহ তাআলার সকল নাম তার নামের গুণ বিশেষণ দিয়েই গঠিত। গুন হওয়াটা নাম হওয়ার বিরোধী নয় আবার নাম হওয়াও গুণ হওয়ার বিরোধী নয়। অর্থাৎ একই সাথে নাম ও গুন হিসেবে বিবেচিত। আল্লাহ তাআলার নামমূহের অর্থ তিন ধরনের হয়ঃ-

ক. দালালাতু মুতাবাকা (وَلاَلَةُ مُطابِقَة বা যথাযথ ও পরিপূর্ণ অর্থ)- আমরা যখন নামকে তার পুরো অর্থসহ উল্লেখ করি, তখন সেটাকে বলা হয় দালালাতু মুতাবাকা।
খ. দালালাতু তাযাম্মুন (دَلاَلَةُ تَضَمَّن বা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও আংশিক অর্থ)- আমরা যখন নামকে তার আংশিক অর্থসহ উল্লেখ করি, তখন সেটাকে বলা হয় দালালাতু তাযাম্মুন।
গ. দালালাতু ইলতিযাম (دَلاَلَةُ الْتزام বা বাধ্যতামূলক ও পরোক্ষ অর্থ)- আমরা যখন একটি নাম দ্বারা এমন আরেকটি নামের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ পেশ করি,যার ওপর এটি নির্ভরশীল-তখন সেটাকে বলা হয় দালালাতু ইলতিযাম।

উদাহরণ হিসেবে এখানে 'আর-রহমান' বা 'অসীম দয়াবান' গুণবাচক নামটি বলা যেতে পারে। সুতরাং এ নামটি দ্বারা একইসাথে আল্লাহ তাআলার সত্তা ও তাঁর রহমাত (করুণা) বুঝানো হলে সেটা হবে দালালাতু মুতাবাকা বা যথাযথ ও পরিপূর্ণ অর্থ। আর-রহমান বা অসীম দয়াবান দ্বারা যদি সত্তা ও রহমাত (করুণা) হতে যেকোনো একটি বুঝানো হয়, তাহলে সেটি হবে দালালাতু তাযাম্মুন বা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও আংশিক অর্থ। কেননা দুটি অর্থই এ শব্দের মধ্যে রয়েছে। এছাড়া আর-রহমান বা 'অসীম দয়াবান' নাম দ্বারা যদি এমন অর্থ বুঝানো হয়, যা ব্যতীত 'রহম' গুণটির অস্তিত্ব পাওয়া সম্ভব নয়-তাহলে সেটি হবে দালালাতু ইলতিযাম বা বাধ্যতামূলক ও পরোক্ষ অর্থ। যেমন: আর-রহমান (সা) বা অসীম দয়াবান নাম দ্বারা এটা সাব্যস্ত করা হলো যে-তাঁর হায়াত বা জীবন, ইলম বা জ্ঞান), ইরাদা বা ইচ্ছাও কুদরত বা মহাশক্তি ইত্যাদি গুণ আছে। কেননা এসব গুন ছাড়া আর রহমানের গুণ কল্পনা করা যায়না ।

(১) আল আউয়াল -(اَلأَوَّل) সর্বপ্রথম

আল আখির - (اَلأَخِرُ) সর্বশেষ

আল যাহির - (الظَاهِرُ) প্রকাশমান

আল বাতিন - (البَاطِنُ) অপ্রকাশমান

আল্লাহ তাআলা বলেন-

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ

'তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ এবং তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত।'

[সুরা আল-হাদিদ ৩]

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার এই মুবারক চারটি নামের সর্বব্যাপী ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি (দুআর মধ্যে) তাঁর রবকে সম্বোধন করে বলেছেন:

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ

'হে আল্লাহ, আপনিই প্রথম-আপনার আগে কোনো কিছু নেই এবং আপনিই শেষ-আপনার পরে কোনো কিছু নেই। আপনিই প্রকাশমান,আপনার ঊর্ধ্বে কেউ নেই এবং আপনিই অপ্রকাশমান, আপনার অগোচরে কিছু নেই।

(সহিহ মুসলিম ২৭১৩)

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে মর্যাদাপূর্ণ অর্থ দিয়ে আল্লাহ তাআলার প্রতিটি নামের ব্যাখ্যা করেছেন এবং এ নামগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক ও বিপরীত বিষয়গুলো নাকচ করেছেন। তাই এ মহান মর্যাদাপূর্ণ অর্থগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে। এ অর্থগুলো সার্বভৌম পূর্ণাঙ্গতার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার অদ্বিতীয়তা বোঝায়। আল্লাহ তাআলার আল-আউয়াল ও আল-আখির নাম দুটি থেকে বুঝা যায়, সময়ের সাথে সম্পৃক্ত সবকিছু এককভাবে আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ আয়ত্তে। অনুরূপভাবে আয-যহির ও আল- বাতিন নাম দুটি থেকে বুঝা যায়, স্থানের সাথে সম্পৃক্ত সবকিছু এককভাবে তাঁর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।

সুতরাং, আল-আউয়াল নামটি বুঝাচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া বাকি সবকিছু সৃষ্ট এবং এগুলো সব অস্তিত্বহীন থাকার পর পরবর্তী সময়ে অস্তিত্বে এসেছে। আর আল-আখির নামটি বুঝাচ্ছে, আল্লাহ তাআলা সবকিছুর চূড়ান্ত গন্তব্য এবং তিনি এমন এক অমুখাপেক্ষী সত্তা, যার দিকে সকল সৃষ্টি ইবাদাতের জন্য এবং নিজেদের সকল প্রয়োজনের জন্য আশা ও ভয় নিয়ে অভিমুখী হয়। আর আয- যহির নামটি বুঝাচ্ছে, তাঁর সকল গুণ মহান এবং তাঁর সত্তা ও গুণের বড়োত্বের সামনে অন্য সবকিছুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত ও উধাও হয়ে যায়। আর আল-বাতিন বুঝাচ্ছে, তিনি গোপনীয় সকল বিষয়-অন্তরের সবকিছু এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সকল বিষয় জানেন। পাশাপাশি এ নামটি এ কথাও বুঝাচ্ছে যে, তিনি সৃষ্টির অত্যন্ত নিকটবর্তী।

আমাদের আল্লাহ তাআলা আওয়াল ও আল আখির নাম দুইটি মাধ্যমে জীবন গড়তে হবে। সবকিছু শুরুতে ও শেষে তাকে স্মরণ করতে হবে। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:-

الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ الَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

'যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়' (১৩:২৮)

আরও বলেন,

অতএব, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। (২:১৫২)

আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব প্রকাশিত, তবুও আমাদের দৃষ্টি থেকে গোপন।

আল যাহির এর একটি অর্থ হলো তিনি তার বান্দাকে সাহায্য করেন যেমনটি আল্লাহ তা'আলা করেছেন।

এবং আল বাতিন অর্থ আল্লাহ শুধু আমাদের দৃষ্টি থেকে গোপন নয় বড় বরং তিনি এই দুনিয়ার সকল গোপন জিনিস জানেন, আমাদের হৃদয়ে এবং মনে কি চলছে অর্থাৎ আল যাহির এবং আল বাতিন জানেন কি প্রকাশ্য এবং কি গোপন।

(২) আল-আলী - (العَلِيُّ) **সমুন্নত**

আল-আ'লা - (الأَعْلَ) **সর্বোচ্চ**

আল-মুতাআ'লী - (الْمُتَعَالِي) **মহীয়ান**

আল আযীম - (العَظِيمُ) **অতি মহান**

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

'আর এ দুটোর (অর্থাৎ আসমান ও জমিনের) রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি সমুন্নত, অতি মহান।' [২/২৫৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন-

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

'আপনি আপনার রবের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন-যিনি সর্বোচ্চ।' [৮৭/১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন-

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ

'অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সম্বন্ধে তিনি অবগত; তিনি সুমহান, মহীয়ান। [১৩/৯]

এসব নাম দ্বারা বুঝা যায়, সকল দিক থেকেই আল্লাহ তাআলার জন্য সাব্যস্ত। যেমনভাবে আল্লাহ তাআলা সত্তাগতভাবে সুউচ্চ। কেননা, তিনি সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে এবং আরশের ওপর তিনি সমুন্নত হয়েছেন। নিজ সত্তার মতো তাঁর মর্যাদাও সুউচ্চ। অর্থাৎ তার সকল গুণ গুণ সুউচ্চ ও সুমহান। কেননা, সৃষ্টির কোনো গুণই তাঁর গুণের সদৃশ নয়। বরং সকল সৃষ্টি মিলেও আল্লাহ তাআলার গুণাবলির মধ্য থেকে একটি গুণেরও আংশিক অর্থ ভালোভাবে আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

'আর তারা তাঁকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করতে পারে না।' [২০/১১০]

এর দ্বারা বুঝা যায়, তাঁর সকল গুণের ক্ষেত্রেই তাঁর সদৃশ কোনো কিছু নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

'আর এ দুটোর (অর্থাৎ আসমান ও জমিনের) রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি সমুন্নত, অতি মহান।' [২/২৫৫]

তিনি মহামহিম, অত্যন্ত মহান। আল্লাহ তাআলার মহত্তের যে অর্থ তার দুইটি ব্যাখা রয়েছে।**এক**.আল্লাহ পরিপূর্ণতার সকল গুনে গুণান্বিত।

দুই.কোন সৃষ্টিই আল্লাহর তাআলার মত সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত নয়।

(৩) আল হাদী (اَلْهَادِي) , আর রাশিদ (الرشيد)

অর্থ - হিদায়াত দানকারী

আল হাদি -

শব্দটির মুল ধাতু ح د ي যার অর্থ কোনো কিছুর দিকে ঝুঁকে পড়া । এই মূল ধাতু থেকে দুইটি অর্থ পাওয়া যায় - এক. নির্দেশনা , দুই. ভদ্রতা ও শান্ত । একই মূল ধাতু থেকে আরেকটি শব্দ পাওয়া যা হলো হিদায়াহ। আভিধানিক অর্থ পথ দেখানো বা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়া।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا

'আর (আপনার জন্য) পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে আপনার রবই যথেষ্ট।' [আল-ফুরকন :৩২০]

وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

'আর নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই সঠিক পথ প্রদর্শনকারী। [আল হজ্জ : ৫৪]

'আল-হাদী' এমন সত্তাকে বলা হয়, যিনি নিজের বান্দাদের সকল কল্যাণকর বস্তুর দিকে পথপ্রদর্শন করেন এবং সকল ক্ষতিকর বস্তু দূর করার পথ দেখান। তাদেরকে অজানা বিষয়গুলো শিখিয়ে দেন। তাদেরকে সঠিক ও সৌভাগ্যের রাস্তা বলে দেন। তাদের অন্তরে তাকওয়া ঢেলে দেন। তাদের হৃদয়কে তাঁর অভিমুখী করেন এবং তাঁর বিধানের অনুগত বানিয়ে দেন।

এমন একটি পথের নির্দেশনা দেন যা শেষ পর্যন্ত আল্লাহ ও জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। যতক্ষণ না আমরা সেখানে পৌঁছাতে পারি আমাদের আরও নির্দেশনা দরকার - এই পথে চলতে, বাধা মোকাবেলা করার জন্য এবং দুনিয়ার ক্ষনস্থায়ী সুখ দেখে যেনো রাস্তা বিচ্যুত না হয়ে যাই।

আর রাশিদ -

শব্দটির মূল ধাতু ر ش د যা হলো সঠিক নির্দেশিত হওয়া, সঠিক পথ অনুসরণ করা, সঠিক পথে চলার নির্দেশ দেওয়া, সঠিক বিশ্বাস ধারণ করা, সঠিক পথ অবলম্বন করা।

আল-রশিদ হলেন তিনি যিনি তাঁর বান্দাদেরকে তাদের জন্য কল্যাণকর বিষয়ের দিকে নির্দেশ দেন, অর্থাৎ তিনি তাদের পথ দেখান এবং পথ দেখান।সুতরাং আল-রশিদ বলতে এমন একজনকে বোঝায় যিনি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দ্বারা অবহিত, উদ্দেশ্যমূলক ফলাফল সম্পর্কে একটি স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি সহ সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করেন। আল্লাহ কুরআনে আমাদের বলেছেন যে আমাদের গন্তব্য তিনি এবং জান্নাত, এবং তিনি আমাদের পথ দেখান।

আল-গাজালি বলেছেন যে আল-রশিদ হলেন সেই ব্যক্তি যিনি আপনাকে নির্দেশ দেন কোনো লক্ষণ ছাড়াই। কোরআনে আল্লাহ বলেন তিনি ভুল থেকেই আমাদের সঠিক পথে হিদায়াত দান করেন।

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ - قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। [সুরা বাকারাহ ,২৫৬]

হিদায়ার আরেকটি অর্থ হলো কোমলতার সাথে পথপ্রদর্শন। আল্লাহ তায়ালার হিদায়াতের ৪টি প্রকার :-

১) মৌলিক হিদায়া বা দিক নির্দেশনা যা আল্লাহর সকল সৃষ্টির জন্য।

যেমনটি কোরআনে এসেছে,

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

মূসা বলল, 'আমাদের রব তিনি, যিনি সকল বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সঠিক পথ নির্দেশ করেছেন'।[সুরা তাহা,৫০]

২) আল্লাহ তায়ালা এবং সঠিক পথের দিকে হিদায়াত।

কোরআনে এসেছে,

"হে কিতাবীগণ, তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসেছে, কিতাব থেকে যা তোমরা গোপন করতে, তার অনেক কিছু তোমাদের নিকট সে প্রকাশ করছে এবং অনেক কিছু ছেড়ে দিয়েছে। অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে।

এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন। আর তাদেরকে সরল পথের দিকে হিদায়াত দেন।" [সুরা মায়েদা,১৫-১৬]

৩)আল্লাহ আমাদের তাকে ও তার পথ বুঝায় হিদায়াত দান করেন। হয়ত অনেকেই মনে করেন এখানেই হিদায়াত পূর্নতা পায়। কিন্তু না বরং আল্লাহ বলে হিদায়াত বৃদ্ধি পায়,

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنٰهُمْ هُدًى

আমিই তোমাকে তাদের সংবাদ সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। নিশ্চয় তারা কয়েকজন যুবক, যারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের হিদায়াত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

[সুরা কাহফ,১৩]

وَ يَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَ الْبَقِيتُ الصَّلِحْتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَ خَيْرٌ مَّرَدًّا

আর যারা সঠিক পথে চলে আল্লাহ তাদের হিদায়াত বৃদ্ধি করেন আর স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার রবের কাছে পুরস্কার প্রাপ্তির দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং পরিণতি হিসেবেও শ্রেষ্ঠ।

[সুরা হিজর,৭৬]

৪)পরিশেষে, জান্নাতের দিক নির্দেশনা।আল্লাহ বলেন,

তারা বলবে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর,যিনি এর জন্য আমাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন।আর আমরা হিদায়াত পাওয়ার ছিলাম না, যদি না আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াত দিতেন। অবশ্যই আমার রবের রাসূলগণ সত্য নিয়ে এসেছেন' এবং তাদেরকে ডাকা হবে যে, 'ঐ হল জান্নাত, তোমরা যা আমল করেছ, তার বিনিময়ে তোমাদেরকে এর ওয়ারিস করা হয়েছে'। [সুরা আরাফ,৪৩]

দিক নির্দেশনার উৎস :-

এক. আল কোরআন।

দুই. নবী রাসূলগণের মাধ্যমে।

তিন. আল্লাহ তায়ালার সরাসরি দিক নির্দেশনা।

(৪) আর-রব - (الرَّبُّ) মহান প্রভু

প্রতিদিন সালাতের প্রতি রাকাআতে আমরা পড়ি সুরাতুল ফাতিহা যার প্রথম আয়াত হলো

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সকল প্রশংসা আল্লাহর - আল্লাহ কে?

তিনি হলেন জগতসমূহের রব।

অর্থাৎ সকল প্রশংসার অধিকারী হলেন আল্লাহ সুবাহানাল্লাহ যিনি সৃষ্টিকুলের রব। আল্লাহ আরও বলেছেন,

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ

'(হে প্রিয় নবী,) আপনি বলুন, আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কোনো প্রতিপালক তালাশ করব? (অথচ প্রকৃতপক্ষে) তিনিই সবকিছুর প্রতিপালক।' [সুরা আনআম,১৬৪]

আর-রব হলেন এমন এক সত্তা, যিনি যথাযথ পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ধরনের নিয়ামাতের মাধ্যমে নিজের সকল বান্দাকে প্রতিপালনকারী। এর চাইতেও অধিক যত্নে ও বিশেষভাবে তিনি স্বীয় নির্বাচিত বান্দাদের অন্তর পরিশুদ্ধি ও চরিত্র সংশোধনের মাধ্যমে তাদেরকে লালনপালন করেন। এজন্যই আল্লাহ তাআলার বিশেষ বান্দারা বেশিরভাগ সময় এ মহান নামের ওসিলায় দুআ করে থাকে।

কোরআনে এই নামটি কখন নাযিল হয়েছে তার প্রেক্ষাপট আমাদের এই সম্পর্কে আরও জানায়। এই নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় নবী মুহাম্মদের প্রতি অবতীর্ণ প্রথম আয়াত সুরা আলাকে,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টা করেছেন।

তিনি নবীর কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন আমি তোমার রব। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, শিক্ষা দিয়েছে এবং যেকোনো অবস্থায় তোমাকে লালন পালন করেছেন। এই পরিচয়ের পর তিনি জানেন যেকোনো পরিস্থিতিতে কাকে ডাকতে হবে কার সাহায্য চাইতে হবে। একইভাবে সকল নবী-রাসুলেরা তাদের দোয়ায় এই নামে ব্যবহার করেছেন।

যেমন মুসা আ. বলেছেন,

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَ أَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفُسِقِينَ

সে বলল, 'হে আমার রব, আমি আমার ও আমার ভাই ছাড়া কারো উপরে অধিকার রাখি না। সুতরাং আপনি আমাদের ও ফাসিক কওমের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিন।' [সুরা মায়েদা,২৫]

এবং নুহ আ. বলেছেন,

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون

নূহ বলল, 'হে আমার রব, আমাকে সাহায্য করুন। কেননা তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে'। [সুরা মুমিমুন,২৬]

অর্থাৎ রব হলেন তিনিই যিনি এতিমকে লালন-পালন করেন, যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের উপর তাঁর ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণের কারণে আমরা যার দিকে ফিরে যাই এবং যিনি এই বিশ্বকে টিকিয়ে রাখেন।

(৫) আল বার - (البَرُّ) পরমদানশীল

আল ওয়াহহাব - (الوَهَّابُ) মহানদাতা

আল জাওদ - (الجَودُ) বদান্যতা

আল বার,

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ

নিশ্চয় পূর্বে আমরা তাঁকে ডাকতাম; নিশ্চয় তিনি ইহসানকারী, পরম দয়ালু।

[সুরা তুর,২৮]

আল বার হলেন যিনি মহান দানকারী, এবং কল্যাণের উৎস। তিনি দয়ার ক্ষেত্রে প্রশস্ত এবং মানুষের জন্য মঙ্গল কামনা করেন যা তাদেরকে স্বাস্থ্য, সম্পদ এবং সুখ প্রদান করে।

আল ওয়াহহাব, আল-ওয়াহাব নামটি আল-হিবাহ থেকে এসেছে, যার অর্থ কোনো শর্ত বা কারণ ছাড়াই একটি উপহার। আল্লাহ বলেছেন,

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

হে আমাদের রব, আপনি হিদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা।

[সুরা ইমরান ৮]

আল-বার গুণবাচক নামটি ও এর প্রভাব তাঁর সমস্ত সৃষ্টির উপর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় ভাবেই প্রযোজ্য। কোন সৃষ্টিই তাঁর ইহসান, দয়া ও দান থেকে সামান্য সময়ের জন্যও মুখাপেক্ষীহীন নয়; বরং সর্বদা তাঁর দানের মুখাপেক্ষী। এ গুণ বাচক নামটি তাঁর

ব্যাপক রহমত ও দানের উপর প্রমাণ করে যা তিনি সব সৃষ্টিকে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী দান করে থাকেন।

তাঁর দয়া দু'ধরনের।

এক. যে দয়া আম তথা সকলের জন্য ব্যাপক।

দুই. যে দয়া হলো খাস তথা তাঁর নির্দিষ্ট বান্দা ও সৃষ্টির জন্য প্রযোজ্য।

আল্লাহ তা'আলার সর্বসাধারণের জন্য রহমত সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا

“হে আমাদের রব, আপনি রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সব কিছুকে পরিব্যপ্ত করে রয়েছেন।” [সূরা গাফের, আয়াত: ৭]

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

"আর আমার রহমত সব বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করেছে।” [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৫৫]

আরও বলেছেন,

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ

"আর তোমাদের কাছ যে সব নি'আমত আছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে।" [সূরা আন-নাহাল, আয়াত: ৫৩]

আল্লাহর এ প্রকারের রহমত ও দয়ায় সৎ, অসৎ, আসমানের অধিবাসী ও জমিনের অধিবাসী, শরী'আতের মুকাল্লাফ ও গাইরে মুকাল্লাফ সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

আর আল্লাহর খাস তথা বিশেষ রহমত ও নি'আমত শুধু মুত্তাকীনদের জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ

"সুতরাং আমি তা লিখে দেব তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত প্রদান করে। আর যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে। যারা অনুসরণ করে রাসূলের, যে উম্মী নবী..।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৫৫-১৫৬]

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৫]

আল জাওদ,

যার অর্থ অধীক করুণা ও অনুগ্রহ করা। আল্লাহ তায়ালার দুই ধরনের বদান্যতা -

এক. সাধারণ বদান্যতা, এটি সকল সৃষ্টিকে শামিল করে। সকলের জন্য আল্লাহর করুণা, দয়া ও নিয়ামত।

দুই. খাস বদান্যতা, যা নির্দিষ্ট কিছু লোকের জন্য যারা নিজের জবান বা অবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার কাছে কিছু পার্থনা করে হক মুসলিম বা কাফির।

আল্লাহ তাআলা জান্নাতের মধ্যে তাঁর বন্ধু ও প্রিয় বান্দাদের জন্য যেসব নিয়ামাত প্রস্তুত করে রেখেছেন-যেগুলো কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানুষের অন্তরেও উদিত হয়নি-সেগুলো মূলত তাঁর অবারিত ও প্রশস্ত বদান্যতার নিদর্শন।

(৬) আর রহমান - (الرَّحْمَنُ) অসীম দয়াবান

আর রহীম - (الرَّحِيمُ) পরম দয়ালু

আর রউফ - (الرَّؤُوفُ) পরম দয়াপরবশ

আল কারীম - (الكَرِيمُ) অত্যন্ত দয়াশীল

আল আকরাম - (الأَكْرَمُ) সর্বোচ্চ দানশীল

আর রহামান ও আর রহিম

আরবী মুল ধাতু ر ح م থেকে এসেছে যার অর্থ কোমলতা, নম্রতা, দয়া, ভালবাসা, করুণা করা,, অনুগ্রহ ও মঙ্গলময়তা প্রদর্শন করা।

আল্লাহ আমাদের সাথে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুইটি সিফাতকে অপরিহার্য করেছেন। কোরআনে যে সুরা থেকেই সুরা করিবনা কেনো শুরুটা হলো, الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ (পরম করুনাময়, অসীম দয়ালু)।যে তার রবের পরিচিতি জানেনা সে সর্বপ্রথম এই নাম দিয়েই পরিচিত হয়।

আর রহমান, আল্লাহর এই রহমত ও দয়ার কোনো শেষ নেই। তার দয়া সকলের জন্য হক সে যোগ্য বা অযোগ্য, মুসলিম বা কাফির।

অন্যদিকে, আর রহীম যার রহমত ও দয়া নির্দিষ্টভাবে শুধু মু'মিনদের জন্য। যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তারা যারা রমাদান মাস ও পাচ ওয়াক্ত নামাযে রহমত পায়। এবং যাদের উপর আল্লাহ বিচার দিবসে দয়া করবেন।

আল্লাহ তায়ালা তার নাম আর রহীমের সাথে আল গফুর (অত্যন্ত ক্ষমাশীল) নাম যুক্ত করেন। যেমনটি এসেছে সুরা আন' আমে,

وَ إِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُوْنَ بِأَيْتِنَا فَقُلْ سَلْمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءٌ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيمُ

আর যারা আমার আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, তারা যখন তোমার কাছে আসে, তখন তুমি বল, 'তোমাদের উপর সালাম'। তোমাদের রব তাঁর নিজের উপর লিখে নিয়েছেন দয়া, নিশ্চয় যে তোমাদের মধ্য থেকে না জেনে খারাপ কাজ করে তারপর তাওবা করে এবং শুধরে নেয়, তবে তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৫৪)

শেখ মাহির মুকাদ্দিম বলেছেন যে এই দুটি নামের সংমিশ্রণ ঈশ্বরের রহমতের পরিপূর্ণতার ইঙ্গিত। তাঁর সর্বব্যাপী করুণার প্রভাব হল ক্ষমা, বারবার। এই সংমিশ্রণে করুণার আগে ক্ষমার কথা বলা হয়েছে কারণ ক্ষমা এক প্রকার আমাদের ভুল থেকে শুদ্ধিকরণ, আর করুণা এক ধরনের যত্ন। অর্থাৎ তার ক্ষমার মাধ্যমে আমাদের ভুলগুলো মাফ করেন এবং তার করুণার মাধ্যমে আমাদের যত্ন নেন।

আর রাউফ,

শাইখ আস-সা'দী রহ. বলেছেন, আর-রাউফ হলেন যিনি বান্দার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল। বান্দার প্রতি তাঁর স্নেহ ও দয়ার কারণে তিনি তাদের প্রতি তাঁর নি'আমত পূর্ণ করেছেন।

তাঁর স্নেহশীলতার কারণে তিনি বান্দাকে তাঁর প্রতি করণীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য (আল্লাহর হক) এবং তাদের নিজেদের প্রতি করণীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য (বান্দার হক) পালনের তাওফিক দান করেছেন।

وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رءُوفٌ بِالْعِبَادِ

"আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার নিজের ব্যাপারে সাবধান করছেন এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩০]

আল-রউফ আল্লাহর রহমতের আরেকটি রূপ। , তবে রাহমাহ এবং রাফাহ এর মধ্যে বেশ কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। প্রথমটি যখন এই করুণার প্রকাশ ঘটে তার সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার উপর কোন দুর্যোগ আসে, যিনি দয়াময় - আল-রহিম সেই দুর্যোগের সময় এবং পরে আপনার প্রতি দয়া করেন। তিনি কষ্টের সময় আপনার প্রতি তার দয়া প্রসারিত করেন এবং প্রকৃতপক্ষে কষ্ট নিজেই তার রহমত হতে পারে। কিন্তু রাফাহ হল বিপর্যয় আসার আগে রহমত, এবং তাকে আপনার যত্ন নেওয়া এবং সতর্ক করা যাতে বিপর্যয় সম্পূর্ণভাবে এড়ানো যায়।

শেখ রাতিব আল-নাবুলসি তাদের সন্তানদের প্রতিরক্ষাকারী পিতামাতার উদাহরণ দিয়েছেন। পিতামাতারা তাদের সন্তানকে শীতের সময় গরম কাপড় পড়িয়ে দেবেন যাতে তারা ঠান্ডায় কষ্ট না পায়। তা হল রাফাহ। যখন একটি শিশু অসুস্থ হয়, তখন পিতা-মাতা যার হৃদয়ে ব্যাথা হয় এবং যিনি সন্তানের ব্যথা কমানোর জন্য ওষুধ পাওয়ার জন্য সবকিছু করেন তিনি দয়ালু - রহিম। ইমাম আল-কুশায়রি বলেছেন যে রাফাহ হল সর্বোচ্চ করুণার রূপ, যেখানে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে শাস্তির প্রয়োজন এমন কাজের বিষয়ে সতর্ক করে রক্ষা করেন।

আল কারীম ও আল আকরাম,

আল কারীম ও আল আকরাম হলেন যিনি সমস্ত সৃষ্টিকে তার কল্যাণ দান ও দয়ায় বেষ্টন করে রাখেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

"আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তার নিজের কল্যাণেই তা করে, আর যে কেউ অকৃতজ্ঞ হবে, তবে নিশ্চয় আমার রব অভাবমুক্ত, অধিক দাতা।"

[সূরা আন-নামাল, আয়াত: ৪০]

'আল-কারাম' এমন একটি শব্দ, যা সকল ভালো ও প্রশংসনীয় বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি দ্বারা শুধুই দান উদ্দেশ্য নয়; বরং দান তো এ শব্দের অর্থের পূর্ণতার অংশ। কারণ, অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করা হলো ভালো কাজের পূর্ণতা। আর আল-কারাম হলো কল্যাণের আধিক্য ও সহজসাধ্যতা।

যা আল্লাহ কোরআনে এনেছেন,

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ

নিশ্চয় এটি মহিমান্বিত কুরআন।

(সুরা ওয়াকিয়া ,৭৭)

অবশ্যই কোরআন ভালো এবং প্রশংসনীয় কারণ তা আমাদের রবের কালাম যার মধ্যে তিনি আমাদের সঠিক পথের নির্দেশনা দিয়েছেন।

(৭) আল মাজীদ - (المَجِيدُ) অত্যন্ত মর্যাদাবান

আল্লাহ তায়ালা হলেন আল-মাজিদ যার অর্থ হচ্ছে সর্ব মহিমান্বিত, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অতুলনীয় কারণ এটি অন্য কিছুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। এটি অনন্য । "আল-মজিদ সর্ব-মহিমাময় সেই ব্যক্তি যিনি অত্যন্ত মহৎ, কর্মে সুন্দর এবং দান ও অনুগ্রহে উদার।" আহমাদ জাররুকের বইয়ে তিনি লিখেছেন, "আল-মাজিদ এসেছে আল-মাজদ থেকে, অর্থাৎ, আভিজাত্যের সর্বোত্তম সীমা যা এর বাইরে এমন গুণের অতিরিক্ত বৃদ্ধির অনুমতি দেয় না, যেহেতু এটি সম্পূর্ণ। নিজের মধ্যে এবং বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায়।"

আল মাজদ দিয়ে উদ্দেশ্য হল আল্লাহর গুণাবলীর বিশালতা ও প্রশস্ততা। তার সকল নাম ও গুনই মর্যাদার সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত স্তরে অধিষ্ঠিত। অর্থাৎ তার কোন নামে ও গুনে কোন অপরিপূর্ণতা বা ত্রুটি বলতে কিছু নেই।

আল মাজীদ আল্লাহর নাম হিসেবে কোরআনে একবার এসেছে আল হামিদ নামের সাথে একত্রিত হয়ে,

وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

“আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তার নিজের কল্যাণেই তা করে, আর যে কেউ অকৃতজ্ঞ হবে, তবে নিশ্চয় আমার রব অভাবমুক্ত, অধিক দাতা।” [সূরা আন-নামাল, আয়াত: ৪০]

(৮) আল হামীদ - (الحَمِيدُ) সকল প্রশংসার অধিকারী

আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

'হে মানবজাতি, তোমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ-তিনিই অভাবমুক্ত, সর্বময় প্রশংসিত।' [সুরা ফাতির,১৫]

আল্লাহ তাঁর যাতগত, নামগত, সিফাতগত ও কর্মগত সব দিক থেকেই আল-হামীদ তথা মহা প্রশংসনীয়। তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নামসমূহ, পরিপূর্ণ সিফাতসমূহ ও পূর্ণাঙ্গ কর্মসমূহ। কেননা আল্লাহর কর্মসমূহ দয়া ও ন্যায়পরায়নতার মধ্যে ঘূর্ণায়মান।

অত:এব, হামদ তথা প্রশংসা হলো অগণিত গুণাবলী ও কল্যাণের সমাহার। আল্লাহ তাঁর প্রশংসনীয় গুণাবলীর কারণে হামীদ তথা মহা প্রশংসীত। তিনি দু'দিক বিবেচনায় হামীদ।

প্রথমত: সমস্ত সৃষ্টি তাঁর প্রশংসা ও গুণগান করে। সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আকাশ ও জমিন বাসীদের সমস্ত প্রশংসা, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের যাবতীয় প্রশংসা, যেসব প্রশংসা এখনও তাদের দ্বারা হয় নি; বরং সময় যতোই গড়িয়ে আসুক তাদের সমস্ত আশু- প্রশংসা যা ঊর্ধ্বজগত ও নিম্নজগতের সকলের প্রশংসা, অস্তিত্বশীল ও অনস্তিত্বশীল সকলের অপরিসীম ও অগণিত প্রশংসা সবকিছুই নিম্নোক্ত কারণে একমাত্র মহান আল্লাহই প্রাপ্য ও হকদার। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদেরকে রিযিক দান করেন, তাদেরকে তিনি দীন ও দুনিয়ার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নানা নি'আমত দান করে ঢেকে রেখেছেন, তাদের থেকে তিনি শাস্তি, বালা-

মুসিবত ও অপছন্দনীয় জিনিস দূর করে দেন। বান্দা যে নি'আমতই প্রাপ্ত হোক না কেন তা সবই আল্লাহর দান। তিনি ব্যতীত কেউ তাদের অকল্যাণ দূর করতে পারেন না। অত:এব, তিনি সব সময়ই প্রতিটি শ্বাস-নিশ্বাসে তাদের অগণিত প্রশংসা পাওয়ার অধিকারী।

দ্বিতীয়ত - যেহেতু তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ, সুউচ্চ পরিপূর্ণ সিফাতসমূহ, সুন্দর ও মহান প্রশংসাসমূহ। সমস্ত পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী একমাত্র তাঁরই, আর সেসব গুণাবলী সবগুলোই পরিপূর্ণ ও মহান। অত:এব, প্রত্যেকটি গুণের জন্যই তিনি পরিপূর্ণ প্রশংসা ও গুণকীর্তনের দাবীদার। তাঁর যাতের জন্য প্রশংসা, তাঁর সিফাতের জন্য প্রশংসা, তাঁর কর্মের জন্য প্রশংসা, কেননা তাঁর যাবতীয় কাজই দয়া, ইহসান, ন্যায়পরায়নতা ও হিকমতে ভরপূর, যা তাকে পূর্ণ প্রশংসার দাবীদার করে। তাঁর সৃষ্টি করা, বিধান দান, তাকদীর ও শর'ঈ আহকাম নাযিল, দুনিয়া ও আখিরাতে প্রতিদান প্রদান ইত্যাদির জন্য তাঁর জন্য রয়েছে প্রশংসা। তাঁর প্রশংসার বিস্তারিত এবং তাঁর যেসব প্রশংসা করা হয় তা মানুষ গননা করতে পারবে না এবং কলমও লিপিবদ্ধ করে শেষ করতে পারবে না।

(৯) আল কাবীর - (الكَبِيرُ) অত্যন্ত বড় বা বিশাল

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুমহান মর্যাদা, মহিমা, বড়োত্ব ও মহত্ত্বের গুণে গুণান্বিত। তিনি সবকিছুর চেয়ে বড়ো, সবকিছুর চেয়ে মহান, সর্বাধিক মহিমান্বিত ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর নৈকট্যপ্রয়াসী ও প্রিয় বান্দাদের অন্তরে রয়েছে তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ মর্যাদা ও সম্মান। তাঁকে সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাঁর আনুগত্য ও তাঁর বড়োত্বের সামনে নতি স্বীকারের দ্বারা তাদের অন্তর পরিপূর্ণ।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ

"[তাদেরকে বলা হবে] এটা তো এজন্য যে, যখন আল্লাহকে একককভাবে ডাকা হত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে আর যখন তাঁর সাথে শরীক করা হত তখন তোমরা বিশ্বাস করতে। সুতরাং যাবতীয় কর্তৃত্ব সমুচ্চ, মহান আল্লাহর।"

[সূরা গাফের, আয়াত: **১২**]

আল্লাহর মহত্ত্ব হল তিনি আকারের দ্বারা বা তাঁর সম্পর্কে আমাদের মানসিক ধারণা দ্বারা সীমাবদ্ধ নন। তিনি সত্যিই মহান - আল-কবীর। যেমনটি কোরআনে বলেছেন,

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِير

আর এটা এজন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে, অবশ্যই তা বাতিল। আর নিশ্চয় আল্লাহ তো সমুচ্চ, সুমহান।" [সুরা হাশর,৬২]

(১০) আল মুতাকাব্বির - (المُتَكَبِّرُ) মহামহিম, গৌরবান্বিত

আল-মুতাকাব্বির হলেন, যিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠত্ব, গৌরব ও অহংকারের কারণে যাবতীয় দোষ- ত্রুটি, কমতি ও ভুল-ভ্রান্তি ইত্যাদি থেকে মুক্ত।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

"তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে তা হতে পবিত্র মহান।" [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২৩]

এই নামটি, এর মহিমান্বিত অর্থসহ, একমাত্র আল্লাহরই জন্যই। তিনি আল-মুতাকাব্বির কারণ তিনি নিজেকে সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। এবং এটি আল্লাহর জন্য একটি প্রশংসার নাম কারণ তার বৈশিষ্ট্য ও নামসমূহ একান্তই তার জন্য । এবং এটি মানুষের জন্য একটি দোষারোপযোগ্য বৈশিষ্ট্য হবে, কারণ এটি অহংকারকে বোঝাবে। অহংকারী মানুষ তারা যারা নিজেদের অন্য থেকে মহান মনে করে এবং নিজের গুনাবলীকে অন্য থেকে অধীকভাবে।

(১১) আস সামী - (السَّمِيعُ) সর্বশ্রোতা

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

যে দুনিয়ার প্রতিদান চায় তবে আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতিদান রয়েছে। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা,
সর্বদ্রষ্টা। [সুরা নিসা,১৩৪]

আল্লাহ তায়ালার শোনা ও দেখা গুন দুটিকে প্রায়ই একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তার শ্রাবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি উভয়টি সেগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কিছুকে পুরোপুরি ভাবে পরিব্যপ্ত করে। আস সামী বলা হয় এমন সত্তাকে যার শ্রবণশক্তি শ্রবণযোগ্য সকল কিছু পুরোপুরিভাবে পরিব্যপ্ত করে। ঊর্ধ্বজগত নিম্নজগত সারা জাহানের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব ধরনের আওয়াজ তিনি শুনতে পান।

আল্লাহ বলেছেন,

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ وَ سَارِبُ بِالنَّهَارِ

তোমাদের মধ্যে কেউ কথা গোপন রাখুক বা প্রকাশ করুক। আর রাতে লুকিয়ে করুক বা দিনে প্রকাশ্যে করুক, সবই তাঁর নিকট সমান। [সূরা রদ,১০]

আল্লাহর শ্রবণ দুধরণের:

প্রথমত: সমস্ত প্রাণীর প্রকাশ্য, গোপনীয়, স্পষ্ট, অস্পষ্ট সব ধরণের আওয়াজ তিনি শুনেন এবং সব কিছুই তিনি পরিপূর্ণভাবে বেষ্টন করে আছেন।

দ্বিতীয়ত: তাঁর কাছে প্রার্থনাকারী, দো'আকারী ও ইবাদতকারীর প্রার্থনা তিনি শুনেন এবং তাদের ডাকে সাড়া দেন, তাদের কর্মের প্রতিদান দেন। যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে তিনি তার কথা শুনেন অর্থাৎ তার দো'আ কবুল করেন।" [সহীহ বুখারী ৬৮৯]

(১২) আল বাসির (ُالبَصِير) বা সর্বদ্রষ্টা

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেছেন, আল-বাসীর (সর্বদ্রষ্টা) হলেন যিনি আসমান ও জমিনের সবকিছুতে তাঁর দৃষ্টিশক্তিতে বেষ্টন করে রেখেছেন; এমনকি অন্ধকার রাতে নির্জন মরুভূমিতে একটি কালো পিপীলিকার সন্তর্পণে চলার আওয়াজও তিনি শুনতে পান, তাঁর কাছে সে আওয়াজটি পর্যন্ত গোপনীয় নয়। তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব ধরণের সব কিছুই দেখতে পান, বস্তুর সূক্ষ্ম থেকে অতি সূক্ষ্মতম চলার আওয়াজ, বৃক্ষের অভ্যন্তরে চলামান পানির আওয়াজ, এর শিকর, ছোট-বড় যাবতীয় উদ্ভিত সব কিছুই তিনি শুনতে পান ও দেখতে পান। তিনি পিপীলিকা, মৌমাছি, মশা- মাছি ও এর চেয়েও ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গের অভ্যন্তরের শিরা উপশিরা সব কিছুই দেখতে পান। সেই মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি যার বড়ত্ব, মহাত্ব, সুবিস্তৃত গুণাবলী, পরিপূর্ণ আযমত (বড়ত্ব), সূক্ষ্মতা, অদৃশ্যের সংবাদ ও জ্ঞান, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সংবাদ ইত্যাদি বর্ণনা করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তিনি মানুষের চোখের পলক, চক্ষুসমূহের খেয়ানত, অন্তরসমূহ যা গোপন রাখে ও জিহ্বার নড়াচাড়াসহ সব সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর জিনিস অবগত আছেন। আল্লাহ
তা'আলা বলেছেন,

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُور ُ

"চক্ষুসমূহের খেয়ানত এবং অন্তরসমূহ যা গোপন রাখে তিনি তা জানেন।" [সূরা গাফের, আয়াত: ১৯]

আল-কুরআনে অধিকাংশ জায়গাতেই আল্লাহ সামী' (সর্বশ্রোতা) ও বাসীর (সর্বদ্রষ্টা) নামদ্বয় একত্রে উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

“আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” [সূরা আন- নিসা, আয়াত: ১৩৪]

অত:এব, শ্রবণ ও দেখার মাধ্যমে তিনি সৃষ্টিজগতের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় কিছু বেষ্টন করে রেখেছেন।

(১৩) আল আলীম - (العَلِيم) মহাজ্ঞানী

আল খবীর - (الخَبِير) সম্যক অবহিত

আল-খাবীর, আল-'আলীম হলেন, যিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, গোপনীয়-রহস্যময়, সম্ভব অসম্ভব, ঊর্ধ্বজগত-নিম্নজগত, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ইত্যাদি সবকিছুই তিনি বেষ্টন করে রেখেছেন ও তিনি জ্ঞাত আছেন। তাঁর কাছেকোন কিছুই গোপন নয়। তিনি মহাজ্ঞানী,সর্বজ্ঞ। তিনি তাঁর জ্ঞান দ্বারা অত্যাবশ্যকীয়,সম্ভাব্য, অসম্ভব্য সব কিছুই বেষ্টন করে রেখেছেন। আল্লাহ নিজের সম্মানিত সত্তাকে জানেন তেমনই নিজের গুনাবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহও জানেন।তিনি গায়েব (অদৃশ্য), উপস্থিত, বর্তমান, যাহির, বাতিন, স্পষ্ট ও অস্পষ্ট সব কিছুই জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয় সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩১]

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

আর তিনিই তাঁর বান্দাদের উপর ক্ষমতাবান; আর তিনি প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবহিত। [সুরা আন'আম,আয়াত ১৮]

(১৪) আল-হাকীম - (الحَكِيم) সুবিজ্ঞ, সুদক্ষ

আল-হাকীম হলেন, যিনি সৃষ্টিকুলকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন সেসব সৃষ্টিজগত ও তাদের আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে যার রয়েছে সুউচ্চ হিকমত। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"আর নিশ্চিত বিশ্বাসী জাতির জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম?" [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৫০]

অত:এব, তিনি কোন কিছু বৃথা সৃষ্টি করেন নি এবং কোন বিধানও তিনি অযথা শরী'আতবদ্ধ করেন নি। সৃষ্টির শুরুতে ও শেষে সর্বাবস্থায় তাঁর রয়েছে বিধান। তাঁর বিধিবদ্ধ তিনটি বিধানের ব্যাপারে কেউ অংশীদার নেই। তিনি বান্দার শরী'আত, তাদের তাকদীর ও তাদের প্রতিদান এ তিন ব্যাপারে ফয়সালা দেন। হিকমত হলো বস্তুকে তার যথাযথ স্থানে রাখা এবং যেটিকে যেখানে নামানো প্রয়োজন সেটিকে সেখানে রাখা।

আল্লাহর হিকমত দু'প্রকার:

প্রথমত: সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর হিকমত। সৃষ্টিকুলকে তিনি যথার্যভাবে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাদের ব্যাপারে তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সত্য। তিনি সৃষ্টিকুলকে উত্তম আকৃতিতে ও পূর্ণ সুঠাম কাঠামোতে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক সৃষ্টিকে তার উপযোগী আকৃতি দান করেছেন; বরং তিনি সব সৃষ্টিকে তার প্রয়োজনীয় যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছেন। প্রত্যেক প্রাণীর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

তার উপযোগী করে তিনি সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং কেউ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিন্দু পরিমাণ ত্রুটি, কমতি দেখতে পাবে না।

দ্বিতীয় প্রকার: তাঁর শরী'আত ও আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে হিকমত। আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে বিভিন্ন শরী'আত বিধিবদ্ধ করেছেন, বান্দাদেরকে তাঁর পরিচয় জানাতে ও তাঁর

ইবাদত করতে তিনি কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন এবং রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন। এরচেয়ে উত্তম হিকমত আর হতে পারেনা।

(১৫) আল-আযীয (ُالْعَزِيز) বা মহাপরাক্রমশালী

আল-কাদীর (ُالْقَدِير) বা মহাশক্তিমান

আল-কাদির (ُالْقَادِر) বা ক্ষমতাবান

আল-মুকতাদির (ُالْمُقْتَدِر) বা শক্তিধর

আল-কওয়ী (ُّالْقَوِي) বা মহাশক্তিশালী

আল-মাতীন(ُالْمَتِيْن) বা শক্তিমান, পরাক্রান্ত

আল্লাহ তায়ালা হলেন পরিপূর্ণ শক্তিমান, মহান ক্ষমতাধর ও সকল ইজ্জতের অধিকারী। আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

'নিশ্চয়ই যাবতীয় ইজ্জত একমাত্র আল্লাহরই।' [সুরা ইউনুস,আয়াত ৬৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন-

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ

'নিশ্চয়ই আপনার রব, তিনিই মহাশক্তিশালী, মহাপরাক্রমশালী।'

[সুরা হুদ আয়াত ৬৬]

ইজ্জতের যে তিনটি অর্থ রয়েছে, সবগুলোই পরিপূর্ণ। আর এ তিনটি অর্থই মহান আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত। অর্থ তিনটি হলো-

এক. শক্তির ইজ্জত। আল্লাহ তাআলার জন্য শক্তি গুণ থাকার বিষয়টি তাঁর আল-কওয়ী ও আল-মাতীন নাম দুটি থেকে বুঝা যায়। এটি আল্লাহ তাআলার মহান একটি গুণ।

সৃষ্টির শক্তি যতই বেশি ও বিশাল হোক না কেন, তাদের শক্তি আল্লাহ তাআলার শক্তির সাথে কোনোভাবে তুলনীয় নয়।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

'নিশ্চয়ই আল্লাহই হলেন রিযিকদাতা, শক্তিধর, পরাক্রমশালী।

[আয যারিয়াত, আয়াত ৫৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন-

وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'আর আল্লাহ মহাশক্তিমান এবং আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।'[আল মুমতাহিনা, আয়াত ৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন-

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ.

'বলুন, তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ থেকে বা পায়ের তলদেশ থেকে শাস্তি প্রেরণ করতে কিংবা তোমাদেরকে বিভিন্ন সন্দেহপূর্ণ দলে বিভক্ত করে এক দলকে অপর দলের শক্তিমত্তার আস্বাদ গ্রহণ করাতে তিনিই সক্ষম। [আন'আম ৬৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন-

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا

'আর আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।' [আল কাহফ ৪৫]

দুই. নিবৃত্ত থাকার ইজ্জত। তিনি সত্য কত ভাবে ধনী তাই তিনি ও মুখাপেক্ষী। কারো তাকে ক্ষতি করার সক্ষমতা নেই তেমনি উপকার করার ক্ষমতাও বান্দাদের নেই।

তিন. পরাভূত করার ইজ্জত। পুরো সৃষ্টি কুল আল্লাহ তায়ালার কাছে পরাভূত। সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ তার হাতে। তার ক্ষমতা,শক্তি ও অনুমতি ছাড়া কোন কিছু নড়াচড়া এবং কোন কাজও করতে পারেনা। তিনিই সকল ক্ষমতা ও শক্তির মালিক।
তার ক্ষমতার নিদর্শন হলো আসমান ও জমিন। তিনি সকল মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, মৃত্যুদান করেছেন এবং তিনি তাদের আবার জীবিত করবেন।

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ
'তোমাদের সবার সৃষ্টি ও তোমাদের সবার পুনরুত্থান (আল্লাহ তাআলার কাছে) মাত্র একটি প্রাণীর (সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের) মতোই (সহজ ব্যাপার)।' [লোকমান,আয়াত ২৮]

তিনি এমন স্রষ্টা যিনি কোন কিছু করার ইচ্ছে করলে শুধু বলেন,
كُن فَيَكُون – অর্থাৎ হও, তখন তা হয়ে যায়। [সুরা ইয়াসিন ৮২]

(১৬) আল গনী - (الغَنِيُّ) মহাধনী / অমুখাপেক্ষী

আল্লাহ তায়ালার রয়েছে সর্ব সাধারণ পূর্ণাঙ্গ অমুখাপেক্ষীতা এবং পূর্ণ গুণাবলী। কোন দিক থেকেই তাঁর কোন অপূর্ণতা ও দোষ-ত্রুটি স্পর্শ করতে পারে না। আর একমাত্র গানি তথা অমুখাপেক্ষী আল্লাহ ব্যতীত কারো এ ধরণের গুণ থাকতে পারে না। কেননা তাঁর অমুখাপেক্ষীতা সত্ত্বাগত ভাবেই অত্যাবশ্যকীয়, যেমনিভাবে তিনি ব্যতীত কেউ খালিক (সৃষ্টিকারী), কাদির (সর্বসক্ষম), রাযিক (রিযিকদাতা) ও মুহসিন (ইহসানকারী) হতে পারে না। তিনি কারো কাছেই মুখাপেক্ষী নন।

তিনি অমুখাপেক্ষী, তাঁর হাতেই রয়েছে আসমান ও জমিনের ধন-ভাণ্ডার, দুনিয়া ও আখিরাতের ভাণ্ডার সামগ্রী। তিনি সব সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী, তিনি তাঁর বিশেষ বান্দা ও সৃষ্টি থেকেও সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী যাদের অন্তরে তিনি রাব্বানী জ্ঞান ও ঈমানী হাকিকত।

যখন আমাদের ইবাদতের কথা আসে, তখন আমাদের বুঝতে হবে যে, আল্লাহর আমাদের ইবাদতের প্রয়োজন নেই, বরং তার ইবাদত করা আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় কারণ আমরা তা মুখাপেক্ষী সর্বক্ষেত্রে। আল্লাহ আমাদের যা করতে না বা না করতে আদেশ দিয়েছেন তা আমাদের নিজেদেরই জন্য যা আমাদের জন্য ভালো।

আমরা যতই জ্ঞানী হই না কেনো, বিজ্ঞান যত সমস্যারই সমাধান বের করুক না কেনো। আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে মুখাপেক্ষী কারণ তিনিই একমাত্র ধনী এবং ও মুখাপেক্ষী।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ
"হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত।"
[সূরা ফাতির, আয়াত: ১৫]

(১৭) আল হালীম (-الحَلِيمُ) পরম সহনশীল

আল-হালীম (মহা সহনশীল, মহা ধৈর্যশীল, প্রশ্রয়দাতা) হলেন যার রয়েছে পূর্ণ ধৈর্য। কাফির, ফাসিক ও অবাধ্য সকলের ব্যাপারেই যিনি ধৈর্য ব্যাপক ও প্রশস্ত করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি প্রদান থেকে বিরত রয়েছেন এভাবে যে, তাদের মধ্যকার অক্ষম ব্যক্তির উপর অন্যের যুলুম করা বৈধ নয়। তিনি তাদেরকে তিনি সময় ও সুযোগ দিয়েছেন যাতে তারা তাওবা করতে পারে। তবে তারা অতি বাড়াবাড়ি করলে, সীমালঙ্ঘন চালিয়ে যেতে থাকলে এবং তাঁর সমীপে ফিরে না আসলে তিনি তাদেরকে আর সুযোগ দেন না।

আল-হালীম হলেন তিনি যিনি সৃষ্টিকুলের উপর তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকশ্য সব ধরণের নি'আমতের কথা অবগত থাকা সত্ত্বেও তাদের অবাধ্যতা ও অধিক ভুল-ভ্রান্তির উপর তিনি ধৈর্যধারণ করেন। ফলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে তাদের গুনাহ ও অবাধ্যতার ব্যাপারে সহনশীল। তিনি তাদেরকে তিরস্কার ও সতর্ক করেন যাতে তারা তাওবা করে, তাদেরকে তিনি সুযোগ দেন যাতে তারা ফিরে আসে।

আল্লাহর বাণী,
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ
"আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা রয়েছে তা জানেন। সুতরাং তোমরা তাকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল।"
[সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩৫]

(১৮) আল মালিক - (المَلِكُ) মহা অধিপতি

আল মালীক - (المَلِيكُ) মহান বাদশা

মালিকুল মুলক - (مالِكُ المُلكِ) সর্বময় রাজত্বের অধিকারী

যার রাজত্ব রয়েছে তিনি মালিক তথা অধিপতি গুণে গুণান্বিত। এটি বড়ত্ব, অহংকার, ক্ষমতা, পরিচালনা ইত্যাদি গুণাবলী। সৃষ্টি, আদেশ- নিদেশ ও প্রতিদান প্রদান যার একচ্ছত্র মালিকানা রয়েছে তিনিই আল-মালিক।

ঊর্ধ্বজগত ও নিম্নজগতের সব কিছুর ওপর তাঁর রয়েছে একচ্ছত্র মালিকানা, সবাই তাঁর দাস-দাসী ও তাঁর কাছেই অভাবী ও মুখাপেক্ষী। তিনি এমন সত্তা যিনি সৃষ্টিকরন, বিধানপ্রণয়ন, আমলের প্রতিদান দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী।
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

“বিচার দিবসের মালিক।” [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত: ৪]

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

“সুতরাং সত্যিকারের মালিক আল্লাহ মহিমান্বিত, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; তিনি সম্মানিত 'আরশের রব।” [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ১১৬]

তার অন্য নাম সমূহগুলোর যে অর্থ রয়েছে তা আল মালিক নামটির মধ্যেও বিদ্যমান।

(১৯) আল ওয়াহিদ - (الوَاحِدُ) একক সত্তা

আল আহাদ - (الأَحَدُ) এক, অদ্বিতীয়

আল্লাহ আল-ওয়াহিদ (এক), আল-আহাদ(একক, অদ্বিতীয়)। তিনি সমস্ত পূর্ণতায় একক, পূর্ণতারগুণাবলীতে এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো উপমা ও সাদৃশ নেই, কোনো কিছুই কোনোভাবেই তাঁর সাথে তুলনা করার উপযুক্ত নয়, সকল গুণাবলীর সর্বশেষ পর্যায়ে তিনি একক ও অদ্বিতীয়। অত:এব, বান্দার উপর কর্তব্য হলো আক্বীদা, কথা ও কাজে তাঁর তাওহীদ এমন ভাবে প্রকাশ করা যে, তাঁর সর্বময় পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী স্বীকার করা, তাওহীদে তাঁকে এক রাখা এবং সব ধরণের ইবাদতে আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় রাখা।

আল্লাহ বলেছেন,

قُلِ اللَّهُ خُلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوُحِدُ الْقَهَّر ُ

“বলুন, 'আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক, একচ্ছত্র ক্ষমতাধর'। [সূরা আর-রাদ, আয়াত” **১৬**]

আল্লাহ তাআলার আরও বলেছে,

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد ٌ

“বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়।” [সূরা আল-ইখলাস, আয়াত: **১**]

(২০) আল খালিক - (الخالق) **সৃষ্টিকর্তা**

আল বারি (البارئ) -**নির্মাণকারী**

আল মুসাওয়ির - (المصور) **আকৃতি-রূপ দানকারী**

আল খাল্লাক - (الخلاق) **মহাস্রষ্টা**

যিনি সমস্ত সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন,তিনি পূর্ব আকৃতি ব্যতীত এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তার হিকমত অনুসারে তিনি সেগুলোকে সুবিন্যস্ত ও সুকাঠামো গঠন করেছেন, তিনি তার প্রজ্ঞা অনুসারে সৃষ্টিজগতকে আকৃতি দান করেন যখন তারা অস্তিত্বে ছিল না।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

'তিনিই আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকারী, আকৃতি-রূপ দানকারী; সকল উত্তম নাম একমাত্র তাঁরই।' [সুরা হাশর ২৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন-

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ

'নিশ্চয়ই আপনার রবই মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।' [সুরা হিজর ৮৬]

(২১) আল আফু' - (العفو) পরম মার্জনাকারী

আল গফুর - (الغفور) অত্যন্ত ক্ষমাপরায়ণ

আল গফফার - (الغفار) সীমাহীন ক্ষমাবান

তিনি যিনি সর্বদা ক্ষমাকারী ও গুনাহ মার্জনাকারী হিসেবে সুপরিচিত এবং বান্দা গুনাহ মাফকারী গুণে গুণান্বিত। সকলেই তাঁর ক্ষমা ও মার্জনার প্রতি মুখাপেক্ষী ও নিরুপায়; যেমনিভাবে সবাই তাঁর রহমত ও দানের প্রতি অভাবী ও নিরুপায়। যারা ক্ষমা ও মার্জনার কাজ করবে তাদেরকে তিনি ক্ষমা ও মার্জনা করবেন বলে ওয়াদা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ

"আর অবশ্যই আমি তার প্রতি ক্ষমাশীল, যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অতঃপর সৎ পথে চলতে থাকে।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৮২]

সকলেই তার দয়া ও করুনার মুখাপেক্ষী আর যারা ক্ষমা পাওয়ার উপায় গুলো অবলম্বন করবে তাদেরকে ক্ষমা করবেন কারণ আল্লাহ তা'আলা পরম মার্জনাকারী, অত্যন্ত ক্ষমাপরায়ন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ মার্জনাকারী, অত্যন্ত ক্ষমা পরায়ণ। [আল হজ্ব ৬০]

বান্দারা যখন গুনাহ মাফের মাধ্যম হিসেবে ইস্তেগফার, তওবা, ঈমান ও নেকা আমল করে বান্দাদের তওবা কবুল করেন। আল্লাহর ক্ষমার একটি নিদর্শন হলো নিজের

উপর যতই জুলুম ও সীমালঙ্ঘন করুক না যদি তওবা করে তাহলে আল্লাহ তার ছোট বড় সক ভুল মাফ করে দেন। অনুরূপভাবে ইসলামে ইসলাম গ্রহণ করলেও তাদের পূর্বের অপরাধ মাফ করে দেন।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন-

إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ

'নিশ্চয়ই আপনার রব ব্যাপক ক্ষমার অধিকারী।' [আল আন নাজম, আয়াত ৩২]

(২২) আল হাফীয - (الحفيظ) মহারক্ষক

আল-হাফীয হলেন যিনি সৃষ্টিজগতকে রক্ষা করেন, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা তাঁর ইলম দ্বারা বেষ্টন করে রাখেন, তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে গুনাহ ও ধ্বংসে পতিত হওয়া থেকে হিফাযত করেন, তাদের চলা-ফেরা, কাজ-কর্মে দয়া করেন, বান্দার আমল ও প্রতিদান হিসেব করে রাখেন।

وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ

"আর তোমার রব সকল কিছুর হিফাযতকারী।" [সূরা সাবা', আয়াত : ২১]

আল-হাফীয নামটি দুটি অর্থ শামিল করে:

প্রথমত: বান্দার ভালো, মন্দ, আনুগত্য ও অবাধ্যতা সব ধরণের কাজ তিনি সংরক্ষণ করেন। কেননা তাঁর ইলম তাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় যাবতীয় কাজকে বেষ্টন করে রেখেছে। তিনি আগেই তা লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তিনি কিরামান কাতেবীন ফিরিশতাদ্বয়কে তাদের আমল লিপিবদ্ধ করতে নিয়োজিত করে রেখেছেন। আল-হাফীযের এ অর্থে আল্লাহর ইলম তাদের প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় আমলকে বেষ্টন করে রেখেছে বুঝায়, তাদের আমলসমূহ লাওহে মাহফুযে ও ফিরিশতাদের

কিতাবে লিপিবদ্ধ করা আছে। এগুলোর পরিমাণ, পূর্ণতা, অপূর্ণতা, সাওয়াব ও শাস্তির পরিমাণ,অত:পর তাঁর দয়া ও ন্যায় বিচার অনুসারে তাদের পুরষ্কার ইত্যাদি সকল বিষয়ে তাঁর ইলম সব কিছুকে বেষ্টন করে রেখেছে প্রমাণ করে।

দ্বিতীয়ত: তাঁর সৃষ্টিকুলের যাবতীয় অপছন্দনীয় জিনিস থেকে তাদেরকে তিনি সংরক্ষণকারী। আল্লাহর হিফয দু'ধরণের। 'আম তথা সর্ব সাধারণের জন্য হিফয এবং খাস তথা বিশেষ শ্রেণীর জন্য হিফয। তাঁর 'আম তথা সকলের জন্য সাধারণ সংরক্ষণ বলতে বুঝায়, তিনি সৃষ্টিকুলের জন্য জীবিকা নির্বাহ, তাদের কাঠামো সংরক্ষণ, তাঁর হিদায়েতের দিকে চলা, তাঁর পথ নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের কল্যাণের দিকে পথ চলা ইত্যাদি। তাঁর সর্বময় সাধারণ হিদায়েতের ব্যাপারে তিনি বলেছেন,

أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

"তিনি সকল বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সঠিক পথ নির্দেশ করেছেন।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৫০]

অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক মাখলুককে তাদের জন্য নির্ধারিত ও প্রয়োজনীয় সঠিক পথ নির্দেশ করেছেন।সুতরাং বান্দার ঈমানের স্তর অনুযায়ী আল্লাহর সুরক্ষা লাভ করবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ

"আল্লাহর (বিধানসমূহের) হিফাযত করবে, তিনি তোমার হিফাযত করবেন।"
[মুসনাদ আহমদ ১/২৬৩]

অর্থাৎ তুমি আল্লাহর আদেশ পালন করা, নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা, তাঁর সীমারেখা অতিক্রম না করা ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর বিধান রক্ষা করো, তাহলে আল্লাহ তোমার

জীবন, দীন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও তিনি তাঁর দয়ায় যা কিছু তোমাকে দান করেছেন তা সংরক্ষণ করবেন।

(২৩) আল কুদ্দুস - (القدس) অতি পবিত্র

আস সালাম - (السلام) দোষমুক্ত

আল্লাহ তাআলা বলেন-

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ

'তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তিনিই মহা- অধিপতি, মহাপবিত্র, দোষ-ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তা প্রদানকারী। [সুরা হাশর ২৩]

সর্ব প্রকারের কমতি, দোষ- ত্রুটি ও সৃষ্টিকুলের সাদৃশ্য থেকে তিনি মহান, পুত:পবিত্র। তিনি যাবতীয় দোষমুক্ত, তাঁর পূর্ণতার সমকক্ষ হওয়ার সাদৃশ্য হওয়া থেকে তিনি পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

“তাঁর মতো কিছুই নেই।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: **১১**]

উভয় নামই সর্বদিক থেকে আল্লাহকে দোষ-ত্রুটিমুক্ত করে এবং সর্ব দিক থেকে সর্বময় পরিপূর্ণতা শামিল করে। কেননা যখন ত্রুটিমুক্ত হয় তখন তাতে পরিপূর্ণ পূর্ণতা সাব্যস্ত হয়। তিনি মহাপবিত্র, মহান, সমস্ত দোষ-ত্রুটি মুক্ত, সৃষ্টির কারো সাথে সাদৃশ্য হওয়া থেকে মুক্ত, দোষ-ত্রুটি ও পূর্ণতার পরিপন্থী যাবতীয় অপূর্ণতা থেকে তিনি মুক্ত। এ মূলনীতি তাঁকে পবিত্র রাখে এবং সর্বদিক বিবেচনায় যত প্রকারের অপূর্ণতা ও ত্রুটি রয়েছে তা থেকে তিনি মুক্ত। তাঁর মতো বা সাদৃশ বা অনুরূপ বা সমকক্ষ বা সমতুল্য বা অংশীদার বা প্রতিপক্ষ ইত্যাদি থেকে তিনি মুক্ত, পুত:পবিত্র। যা কিছু তাঁর মহান

ও প্রশস্ত গুণাবলীর কোন একটি গুণকে অপূর্ণ করে বা ত্রুটিযুক্ত করে তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত, পুত:পবিত্র।

(২৪) আর রাজ্জাক (الرزاق) -রিযিকদাতা

তিনি সমস্ত সৃষ্টির রিযিকদাতা। ঊর্ধ্বজগত ও নিম্নজগতের এমন কোন সৃষ্টি নেই যে তাঁর রিযিক ভোগ করে না। সকলেই তাঁর দয়ার সাগরে ডুবে আছে।

আল্লাহর রিযিক দু'ধরণের; আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ

“নিশ্চয় আল্লাহই রিযিকদাতা।” [সূরা আয- যারিয়াত, আয়াত: ৫৮]

প্রথমত: অর্জনকৃত উপকারী রিযিক, যা বান্দাকে সর্বোচ্চ লক্ষ্য পৌঁছায়। আর তাহলো তিনি নবী-রাসূলদের মাধ্যমে হিদায়েত ও নসীহত প্রদান করেছেন। এগুলো আবার দু'ধরণের।

১)উপকারী ইলম ও সঠিক ঈমানের মাধ্যমে রিজিক।
২)হালাল রিজিকের মাধ্যমে হারাম থেকে মুক্ত রাখে।
প্রথম প্রকার হলো সর্বোত্তম এবং দ্বিতীয় প্রকারটি হল তার একটি মাধ্যম।

দ্বিতীয়ত: স্রষ্টা জল-স্থলের ভালো-খারাপ সব ধরণের মানুষ ও অন্যান্য সকল প্রাণীর কাছে তাদের জীবিকা নির্বাহের খাদ্য পৌঁছে দেন।

(২৫) আত তাওয়াব - (التواب) অধিক কবুলকারী

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেছেন, তাওয়াব হলেন যিনি সর্বদা তাওবাকারীর তাওবা কবুল করেন, আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তনকারীকে তিনি ক্ষমা করেন। অতঃএব যারা আল্লাহর কাছে খাঁটি তাওবা করে তিনি তাদের তাওবা কবুল করেন এবং ক্ষমা করে দেন।

আল্লাহর তাওবা কবুল করা দু'ধরণের।

প্রথমত: তিনি তাঁর বান্দার অন্তরে তাওবা করার বিষয়টি ঢেলে দেন। ফলে বান্দা তাওবা মাধ্যমে গুনাহের কাজ থেকে তাওবা করে, সে তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করে, উক্ত কাজে ফিরে যায়না এবং আল্লাহ তার খারাপ কাজকে ভালো কাজে পরিবর্তন করে দেন।

দ্বিতীয়ত: তাওবা কবুল করার মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার তাওবা গ্রহণ করেন এবং বান্দা যদি সত্যিকারের তাওবা করেন তাহলে তিনি তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেন। কেননা সত্যিকারের তাওবা পূর্বের গুনাহ মাফ হওয়া অত্যাবশ্যকীয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

'তারা কি জানে না যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং (তাদের) দান-সদাকা গ্রহণ করেন। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।[আত তাওবা,আয়াত ১০৪]

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

“নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী, অতি দয়ালু।”

[সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৩৭]

(২৬) আল-মু'মিন (المؤمن)- নিরাপত্তাদানকারী

আল-মুহাইমিন -(المهيمن) রক্ষক, অভিভাবক

যিনি তাঁর নিজের পরিপূর্ণ সিফাতের, পূর্নঙ্গ ক্ষমতা ও সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন, যিনি তাঁর রাসূলগণকে ও তাঁর কিতাবসমূহকে নিদর্শন, দলিল-প্রমাণ ও রাসূলদের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ প্রেরণ করেছেন, যা তাদের সত্যতা ও তাদের আনিত কিতাবের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে।

আল-মুহাইমিন হলেন, যিনি যাবতীয় ক্ষুদ্রতম বিষয় ও অন্তরের সব কিছু অবগত, তিনি তাঁর ইলমের দ্বারা সব কিছু বেষ্টন করে রেখেছেন।

আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী,

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ

"তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ক্রটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত।" [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২৩]

(২৭)আল-হাক্ক ((الحق) -প্রকৃত সত্য

তিনি জাত ও সিফাত সর্বদিক দিয়েই সত্য। অত্যাবশ্যকীয় ভাবে সদাবিদ্যমান, পরিপূর্ণ সিফাত ও গুণাবলীর অধিকারী, তাঁর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা তাঁর যাতের অত্যাবশ্যকীয়তা। তিনি ব্যতীত কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না।

তার কথা, তার কাজ, তাঁর রাসূল কিতাব , দীন সব সত্য। একমাত্র তাঁর ইবাদত করা ও তার সাথে কাউকে শরীক না করা সত্য, সবকিছু তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে এ কথা সত্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَٰطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

"আর এটা এজন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে, অবশ্যই তা বাতিল। আর নিশ্চয় আল্লাহ তো সমুচ্চ, সুমহান।" [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৬২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

"আর বলুন, সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। সুতরাং যে ইচ্ছা করে সে যেন ঈমান আনে এবং যে ইচ্ছা করে সে যেন কুফরী করে।" [সূরা আল-কাহফ, আয়াত: ২৯]

(২৮) আন নুর - (النور) পরম আলো,আলোক

আল্লাহ কোরআনে বলেছেন,

اللَّهُ نُورُ السَّموتِ وَالْأَرْضِ

“আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমীনের নূর।”
[সুরা নূর, আয়াত ৩৫]

আন-নূর (আলোক) নামটি আল্লাহর বড় গুণ, সুন্দরতম নাম ও পরিপূর্ণ সিফাত। আল্লাহর রহমত, হামদ ও হিকমতের পূর্ণ গুণ রয়েছে। তিনি আসমান ও জমিনের নূর[,যিনি আরেফীনদের (তাঁর পরিচয় লাভকারী) অন্তর তাঁর পরিচয় ও ঈমানের দ্বারা আলোকিত করেন। তিনি তাদের অন্তরসমূহকে হিদায়েতের দ্বারা আলোকিত করেন। তিনি আসমান ও জমিনকে স্থাপিত আলোর দ্বারা আলোকিত করেন। তাঁর হিজাব তথা পর্দা নূর, যদি তা প্রকাশ পায় তাহলে দৃষ্টি সীমার যতদূর তাঁর দৃষ্টি যায় ততদূর তাঁর নূরে জ্বলে-পুড়ে যাবে। তাঁর নূরের দ্বারাই জান্নাতুন না'ঈম আলোকিত হয়েছে। তাঁর সিফাতের নূর হলো তাঁর অনেক বড় গুণ।

(২৯) যুল জালালি ওয়াল ইকরাম - (ذو الجلال والاكرام) মহিমা ও সম্মানের অধিকারী

এমন সত্তা, যিনি বড়োত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী এবং দয়া, সাধারণ ও বিশেষ অনুগ্রহের মালিক। যিনি স্বীয় বন্ধু ও নির্বাচিত বান্দাদের সম্মানিত করেন এবং যাঁকে তাঁর প্রিয় বান্দারা মহান বলে বিশ্বাস করে, সম্মান করে ও ভালোবাসে।
আল্লাহ তাআলা (রাসুলকে উদ্দেশ্য করে) বলেন-

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

'কত বরকতময় আপনার রবের নাম, যিনি মহিমা ও সম্মানের অধিকারী!' [আর রহমান ৭৮]

আহমাদ ও তিরমিযী সূত্রে রবিয়া বিন আমির রদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

أَلِظُّوا بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

"তোমরা ইয়া যাল-জালালি ওয়াল-ইকরাম (হে মহিমা ও সম্মানের অধিকারী) বাক্যের ওসিলায় দুআ করাকে অপরিহার্য করে নাও।

আনাস বিন মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি এ ওসিলায় যে, সকল প্রশংসা কেবল আপনারই। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনি পরম অনুগ্রহকারী। আপনিই আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা। হে মহান মহিমা ও সম্মানের অধিকারী!' [সুনানু আবু দাউদ ১৪৯৫]

(৩০) আল্লাহ - (الله) উপাস্য

আল্লাহু হলেন এমন এক সত্তা যিনি ''মা-লূহ'' অর্থাৎ উপসনার উপযুক্ত ও " মাবূদ" বা ইবাদতের উপযুক্ত। তিনি উলুহিয়্যাহ (প্রভুত্ব) এর গুণে গুনান্বিত যা পরিপূর্ণ গুণাবলীর অন্তর্গত।

আল্লাহর নামের মধ্যে আসমাউল হুসনার সমস্ত নাম ও সুউচ্চ সিফাত একত্রিত হয়েছে।আল্লাহই অধিক ভালো জ্ঞাত।
আল্লাহ নামটি চিন্তা-গবেষণা করলে দেখা যায়, আল্লাহ নামের মাঝেই ইলাহিয়্যাতের সব অর্থ বিদ্যমান। এ নামটি পরিপূর্ণ সিফাত ও একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারিত এবং তাঁর কাজে কেউ অংশীদার নেই।

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
"আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সুপ্রতিষ্ঠিত ধারক।" [সূরা আল- বাকারা, আয়াত: ২৫৫]

এটি এমন একটি নাম যা মুসলমানদের জিহ্বায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়, এবং এই নামটি তাঁর সমস্ত গুণাবলীকে একত্রিত করে যে, যখন আমরা এই নামে তাঁকে ডাকি, তখন আমরা সমস্ত নাম ও গুণাবলীকে একত্রিত করি এবং আরো আমরা যখন 'আল্লাহুম্মা' বলি, তখন আমরা আল্লাহকে ডাকি। ইবনুল কাইয়্যিম বলেন যে, যখন কেউ আল্লাহকে ডাকে, 'আল্লাহুম্মা, আমি তোমাকে ডাকছি', তখন সে বলছে, 'আমি আল্লাহকে ডাকছি করছি যে এই নাম ও গুণাবলী দ্বারা সর্বোত্তম নাম এবং সর্বোচ্চ গুণাবলীর অধিকারী।'

আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, 'আল্লাহ- তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সর্বোত্তম নাম তাঁরই।' [২০:৮]

যখন আমরা কেবল 'আল্লাহ' উচ্চারণ করেন, যে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারী তাকে ডাকছেন। এই নামটি অনন্য কারণ এটি একমাত্র আল্লাহর। তার অন্যান্য নামগুলিও এমন বৈশিষ্ট্য হতে পারে যার দ্বারা কখনও কখনও লোকেদের বর্ণনা করা হয়, তবে এই নামটি কেবল তাকেই উল্লেখ করতে পারে। অনেক আলেমের মতে, এটি আল্লাহর নামগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। কুরআনের আলোকে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ মূলনীতি,ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য। শায়েখ সাঈদ আল কাহতানি রাহিমুল্লাহ রচিত, আনুবাদক- সালমান মাসরুর এবং সম্পাদক - মুফতি তারেকুজ্জামান

২।আত তাফসীর

৩। আল হাক্কুল ওয়াদিহ আল মুবিন

৮। Reflection on the name of Allah by Jinan Yusuf